যোগদর্শন

[The Yoga Philosophy]

যোগদর্শন ভারতীয় আস্তিক দর্শনসমূহের অন্যতম। মহর্ষি পতঞ্জলির দর্শনই যোগদর্শন। সাংখ্য ও যোগ সমানতন্ত্র। যোগদর্শনে সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি প্রভৃতি পঁচিশটি তত্ত্বই স্বীকৃত হয়েছে। সাংখ্য অধিবিদ্যা ও জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ যোগদর্শনে অধিকাংশই গৃহীত হয়েছে। কিন্তু যোগদর্শনে ঈশ্বরকে একটি অতিরিক্ত তত্ত্ব বলে স্বীকার করা হয়েছে। তাই প্রাচীন পণ্ডিতেরা সাংখ্য ও যোগদর্শনকে সাংখ্য বলে অভিহিত করেছেন। তবে তাঁরা উভয় দর্শনকে পৃথক করার জন্য সাংখ্যকে নিরীশ্বর সাংখ্য ও যোগদর্শনকে সেশ্বর সাংখ্য বলেছেন। সাংখ্য ও যোগদর্শনে বলা হয়েছে—বিবেকজ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষ-ভেদজ্ঞান কৈবল্য বা মুক্তি লাভের উপায়। কিন্তু "কপিলের সাংখ্যদর্শনে বিবেকজ্ঞানের বিষয়ীভূত যোগের উল্লেখ মাত্র আছে, পতঞ্জলির সাংখ্যে তা সপ্রপঞ্চে অভিহিত হয়েছে। যোগের বিস্তৃত বিবরণ থাকাতেই পতঞ্জলির দর্শন পৃথক ও যোগশাস্ত্র বলে গণ্য হয়েছে।"[১]

মহর্ষি পতঞ্জলির *যোগসূত্র* যোগদর্শনের প্রথম ও মূল গ্রন্থ। অনেকের মতে, পতঞ্জলির আবির্ভাব কাল সম্ভবত ২০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দ হতে ২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। কেউ কেউ বলেন, *যোগসূত্র*-কার পতঞ্জলি ও পাণিনির ভাষ্যকার পতঞ্জলি একই ব্যক্তি। তবে এ বিষয়ে মতভেদ থাকায় সঠিক সিদ্ধান্ত করা কঠিন।[২] ব্যাস (৪০০ খ্রিঃ) *যোগসূত্র* গ্রন্থের যে ভাষ্য রচনা করেন তা *যোগভাষ্য* বা *ব্যাসভাষ্য* নামে খ্যাত। যোগভাষ্যের বাচস্পতি মিশ্র কৃত *তত্ত্ববৈশারদীটীকা* এবং বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত *যোগবার্তিকটীকা* যোগদর্শনের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ভোজরাজকৃত (১০ম খ্রিঃ) *ভোজবৃত্তি* এবং রামানন্দযতিকৃত *মণি-প্রভাটীকা* যোগদর্শনের সহজ এবং প্রচলিত গ্রন্থ। এছাড়া অনন্তদেবের *চন্দ্রিকা*, সদাশিবেন্দ্র সরস্বতীর *যোগসুধাকর*, বিজ্ঞানভিক্ষুর *যোগসার* প্রভৃতি *যোগসূত্র*-এর প্রসিদ্ধ টীকা।

পতঞ্জলির যোগসূত্র চারটি পাদে বিভক্ত ঃ সমাধিপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ। প্রথম পাদে ৫১টি সূত্র, দ্বিতীয় পাদে ৫৫টি সূত্র, তৃতীয় পাদে ৫৬টি সূত্র এবং চতুর্থ পাদে ৩৩টি সূত্র আছে। যোগসূত্রে মোট সূত্র সংখ্যা ১৯৫।

সমাধিপাদে যোগের স্বরূপ, প্রকার ও লক্ষ্য আলোচিত হয়েছে। সাধনপাদে সমাধিলাভের উপায় হিসাবে ক্রিয়াযোগ, বিভিন্ন ক্লেশ, কর্মফল, ত্রিবিধ দুঃখ, তার কারণ, নিবৃত্তি ও নিবৃত্তির উপায় আলোচিত হয়েছে। বিভূতিপাদে যোগের অন্তরঙ্গ দিক

---

১. হিন্দুশাস্ত্র, ষড়দর্শন বিভাগ, রমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত, নিউলাইট, ১৪০১, পৃঃ ৪২।
২. ষড়দর্শন ঃ যোগ, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, পঃ বঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৪, পৃঃ ৪-৫।

Scanned with CamScanner

এবং যোগের মাধ্যমে লব্ধ নানা অলৌকিক শক্তি প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। কৈবল্যপাদে কৈবল্য বা মুক্তির স্বরূপ ও প্রকার, পুরুষের সত্তা আলোচিত হয়েছে।

যোগের প্রাচীনতা নিয়ে কোন সন্দেহ নাই। বেদে অর্থাৎ উপনিষদে যোগের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিভিন্ন উপনিষদে যোগের উল্লেখ ও যোগের বিধান যোগের প্রাচীনতাকেই প্রমাণ করে।[৩] কঠোপনিষদে বলা হয়েছে ঃ "প্রাজ্ঞব্যক্তি (জ্ঞানলাভেচ্ছু যোগী) বাগিন্দ্রিয়কে মনে, মনকে বুদ্ধিরূপ আত্মাতে অর্পণ করবেন। বুদ্ধিকে মহান আত্মাতে এবং মহান আত্মাকে শান্ত আত্মাতে অর্থাৎ পরমাত্মাতে নিয়োজিত করবেন।"[৪] শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে—"এই যোগসাধনে প্রাণবায়ুকে সংযত করে, শরীরকে স্থির করে অবস্থান করবেন এবং প্রাণ নিরুদ্ধ হলে নাসিকা দ্বারা শ্বাস ত্যাগ করবেন। এই প্রকারে জ্ঞানীব্যক্তি মনকে সংযত করবেন।"[৫] এই প্রক্রিয়াকেই সাধারণত যোগ বলা হয়। পতঞ্জলিকে যোগের প্রথম প্রবক্তা বলা যায় না। তাঁর পূর্বেও যোগ জ্ঞাত ছিল। হিরণ্যগর্ভই যোগের প্রথম উপদেষ্টা। পতঞ্জলি পরে তার সংকলন ও শিক্ষাদান করেন।[৬]

চিকিৎসা শাস্ত্রে যেমন রোগ, রোগের হেতু, আরোগ্য এবং আরোগ্যের উপায়ের কথা বলা হয়, যোগশাস্ত্রে তেমনি হেয়, হেয়হেতু, হান এবং হানোপায়ের কথা বলা হয়। যোগ শাস্ত্রে সংসার, সংসারের হেতু, মোক্ষ ও মোক্ষের উপায় বর্ণিত হয়েছে। যোগশাস্ত্রে বলা হয়েছে দুঃখময় সংসার হেয় বা পরিত্যাজ্য; প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ দুঃখ ভোগের হেতু; সংসার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মোক্ষ; তার উপায় সম্যগ্‌দর্শন। যোগমতে যোগানুষ্ঠান আত্মসাক্ষাৎকার ও মোক্ষের কারণ।

যোগের স্বরূপ
(The nature of yoga)

যোগদর্শনে যোগের স্বরূপ ও লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। সমাধিপাদের ১ম সূত্রে বলা হয়েছে—"অথ যোগনুশাসনম্।" যোগ অনুশাসন শাস্ত্রের বিষয় যোগ। তাই পতঞ্জলি তাঁর *যোগসূত্র* গ্রন্থে যোগের লক্ষণ দিয়েছেন ঃ "যোগঃ চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ।"[৭] অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির নিরোধ বা লয়ই যোগ। চিত্তবৃত্তির নিরোধকে যোগ বলায় কেউ আপত্তি উত্থাপন করে বলতে পারেন—যুজ্ ধাতু হতে যোগ শব্দ নিষ্পন্ন, সুতরাং এর অর্থ সংযোগ, নিরোধ নয়। যাজ্ঞবল্ক্যও বলেছেন, জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগই যোগ। কিন্তু এই আপত্তি অযৌক্তিক। কারণ যোগমতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই বিভু ও অচল, তাই তাদের সংযোগ অসম্ভব।

---

৩. ষড়দর্শন ঃ যোগ, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, পৃঃ ৩।
৪. ১/৩/১৩।
৫. ২/৮।
৬. ষড়দর্শন ঃ যোগ, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, পৃঃ ২ ;
সর্বদর্শনসংগ্রহ, অনু., সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৭।
৭. যোগসূত্র, সমাধিপাদ ২।

Scanned with CamScanner

এখানে বলা যায়, যুজ্ ধাতুর প্রয়োগ কেবল সংযোগ অর্থেই হয় না, সমাধি অর্থেও হয়। যোগ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সমাধি ('যোগঃ সমাধিঃ')। আর সমাধির অবস্থা লাভই যোগের চরম লক্ষ্য। তাই অঙ্গী যোগের চরম অঙ্গ সমাধির সঙ্গে যোগকে অভিন্ন বলা হয়েছে। যুজ্ ধাতু সমাধি অর্থেই অনেকে প্রয়োগ করেন। পাণিনি বলেছেন—'যুজ্ সমাধৌ'। ব্যাসও বলেছেন—"যোগঃ সমাধিরিতি।" কিন্তু কেবলমাত্র ব্যুৎপত্তিগত অর্থেই সব শব্দের ব্যবহার হয় না। গো শব্দ গমনশীল বস্তু মাত্রকেই না বুঝিয়ে কেবল গোরুকেই বোঝায়, সেরূপ যোগশব্দের দ্বারা চিত্তবৃত্তিনিরোধকে বোঝানই পতঞ্জলির অভিপ্রায়। যোগশব্দের পারিভাষিক অর্থ চিত্তবৃত্তিনিরোধ। সমাধি যোগশব্দের গৌণ অর্থ বলা যেতে পারে।[৮]

যোগের অবস্থায় কোন প্রকার চিত্তবৃত্তি বা চিত্তবিকার থাকে না। পাতঞ্জল দর্শনে বলা হয়ছে, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি থেকে চিত্ত উৎপন্ন হয়। চিত্ত প্রকৃতির প্রথম পরিণাম। যোগদর্শনে মন, অহংকার ও বুদ্ধি—এই তিনটি অন্তঃকরণকেই চিত্ত বলা হয়েছে। যোগদর্শনে মনকে চিত্তের সমার্থক বলা হয়। চিত্তে সত্ত্ব গুণের আধিক্য। তাই চিত্ত অত্যন্ত স্বচ্ছ। অচেতন প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত বলে চিত্তও অচেতন। চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হওয়ায় চিত্ত চেতন বলে প্রতিভাত হয়। সাংখ্য-পাতঞ্জল মতে, চিত্তের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগ হলে বিষয় চিত্তে তার আকার সমর্পণ করে এবং চিত্ত বিষয়াকারে পরিণত হয়। এরই নাম চিত্তবৃত্তি। যেমন, ঘটের সঙ্গে চিত্ত সংযুক্ত হলে ঘটাকার চিত্তবৃত্তি হয়। এভাবেই চিত্তের পটাকার বৃত্তি হয়। "বস্তু চুম্বকের মতো, চিত্ত লৌহের মতো। চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে তার পরিণাম ঘটায়, সেরূপ বিষয় চিত্তে তার আকার সমর্পণ করে তাকে উপরঞ্জিত করে তার পরিণাম ঘটায়।"[৯] চিত্তের বৃত্তি মানে চিত্তের বিকার বা পরিণাম। তাই চিত্ত পরিণামী। বৃত্তি চিত্তেরই ধর্ম, আত্মার নয়। চিত্তের পরিণাম বা বৃত্তির দ্বারাই জ্ঞান হয়। আত্মার পরিণাম হয় না। আত্মা অপরিণামী। যখন চিত্তের বৃত্তি হয়, তখন চিত্তের বৃত্তিতে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা প্রতিবিম্বিত হয় এবং চিত্তের বৃত্তি আত্মার বৃত্তিরূপে প্রতিভাত হয়। এভাবে আত্মা জ্ঞাতা হয়। চিত্তবৃত্তির জন্যই নিত্য, অপরিণামী, ত্রিগুণাতীত, চৈতন্যস্বভাব আত্মা চিত্তবৃত্তিকে নিজের বৃত্তি বলে মনে করে। চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হলে এই ভ্রান্তজ্ঞানের নিরসন হয় এবং আত্মা স্ব-স্বরূপে অবস্থান করে। যতক্ষণ চিত্তবৃত্তির লেশমাত্র থাকে ততক্ষণ আত্মা ও চিত্তের পার্থক্য ধরা পড়ে না, অর্থাৎ বিবেকজ্ঞান হয় না। চিত্তবৃত্তির নিরোধ হলেই বিবেকজ্ঞান হয় এবং আত্মার স্বরূপ পরিস্ফুট হয়। তাই যোগদর্শনে চিত্তবৃত্তিনিরোধকেই যোগ বলা হয়েছে।

---

৮. সর্বদর্শনসংগ্রহ, অনু., সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩০-৩১।
৯. পূর্ববৎ, পৃঃ ১৩৩।

Scanned with CamScanner

চিত্তবৃত্তি
(Mental modifications)

মহর্ষি পতঞ্জলি যোগ বা সমাধির লক্ষণ করে পাঁচপ্রকার জ্ঞানাত্মক বৃত্তির নিরূপণ করেছেন। চিত্তবৃত্তির নিরোধ বা লয়ই যোগ ('যোগঃ চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ')। চিত্ত বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হলে বিষয়চিত্তে তার আকার সমর্পণ করে। একেই বলে চিত্তবৃত্তি। চিত্তের বৃত্তি মানে চিত্তের বিকার বা পরিণাম। চিত্তবৃত্তির দ্বারাই জ্ঞান হয়। জ্ঞানাত্মক চিত্তবৃত্তি পাঁচপ্রকার ঃ প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি ('প্রমাণবিপর্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ')।[১০]

প্রথমে প্রমাণ বৃত্তির আলোচনা করা হয়েছে, যেহেতু প্রমাণের দ্বারাই প্রমেয় সমূহের সিদ্ধি বা নিশ্চিত যথার্থ জ্ঞান হয়। যোগমতে প্রমাণ তিনপ্রকার ঃ প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম বা শব্দ ('প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি')।[১১]

বিপর্যয় হল দ্বিতীয় চিত্তবৃত্তি। বিপর্যয় বলতে মিথ্যা বা ভ্রান্তজ্ঞানকে বোঝায় ('বিপর্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপ প্রতিষ্ঠম্')।[১২] যেমন, রজ্জুতে সর্পভ্রম। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ-এই পঞ্চক্লেশরূপ বিপর্যয় বা ভ্রান্তজ্ঞানকে দুঃখের মূল বলা হয়েছে। পঞ্চক্লেশের মূল অবিদ্যা। তাই অস্মিতা প্রভৃতি চারটি ক্লেশও অবিদ্যাত্মক বা ভ্রমাত্মক। অনিত্য পদার্থকে নিত্য বলে জ্ঞান, অশুচি শরীরাদিকে শুচি বলে জ্ঞান, দুঃখজনক বস্তুকে সুখজনক বলে জ্ঞান, অনাত্মাকে আত্মা বলে জ্ঞান হল অবিদ্যা। অস্মিতা হল 'অহং অভিমান'। নিত্য, মুক্ত, শুদ্ধ, অসঙ্গ আত্মার স্বরূপের অবিদ্যা হতেই আত্মা ও বুদ্ধিকে অভিন্ন বলে বোধ হয়। একে অস্মিতা বলে। অস্মিতা উৎপন্ন হলে আসক্তি ও বিদ্বেষ উৎপন্ন হয়। এই সমস্ত ভ্রম হতেই অভিনিবেশ বা মৃত্যু ভয় উৎপন্ন হয়। সুতরাং পঞ্চক্লেশ অবিদ্যা বা ভ্রমজনিত।[১৩]

তৃতীয় চিত্তবৃত্তি হল বিকল্প। পতঞ্জলি বলেছেন, 'শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ'।[১৪] অনেক শব্দ আছে যা কোন বাস্তব বস্তুকে বোঝায় না, অথচ ঐসব শব্দ শুনলে এক প্রকার জ্ঞানবৃত্তি আমাদের চিত্তে উৎপন্ন হয়। ঐ বৃত্তিই বিকল্পবৃত্তি। ঐরূপ শব্দজ্ঞানের দ্বারা ব্যবহার হয়। যেমন, পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ, অথচ 'পুরুষের চৈতন্য' এরূপ ব্যবহার হয়। এস্থলে পুরুষ ও চৈতন্যকে ভিন্ন বলে জ্ঞান হয়, যদিও তারা অভিন্ন। পতঞ্জলির মতে, বিকল্প বৃত্তি বিপর্যয় ও প্রমাণ বৃত্তি হতে ভিন্ন। 'পুরুষের চৈতন্য' 'শশশৃঙ্গ' ইত্যাদি ব্যবহার ভ্রমজ্ঞানের মতো বাধিত হয় না। আবার বস্তুশূন্য বলে বিকল্প প্রমাণ বৃত্তির অন্তর্গত নয়।

---

১০. যোগসূত্র, সমাধিপাদ ৬।
১১. ঐ, ৭।
১২. ঐ, ৮।
১৩. ষড়দর্শন ঃ যোগ, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, পৃঃ ১৪।
১৪. যোগসূত্র, সমাধিপাদ ৯।

Scanned with CamScanner

চতুর্থ চিত্তবৃত্তি হল নিদ্রা। পতঞ্জলি বলেছেন। "অভাব-প্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তিঃ নিদ্রা।"[১৫] সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞতা বা তমোগুণকে বিষয় করে যে বৃত্তি উদিত হয়, তাই নিদ্রাবৃত্তি। আমি যখন গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন থাকি তাই সুষুপ্তি অবস্থা। সুষুপ্তি থেকে আমি যখন জেগে উঠি, তখন 'এতকাল আমি গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলাম, কিছুই জানতে পারিনি' এভাবে সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞতার স্মরণ হয়। সুষুপ্তিকালে যদি চিত্তের কোন প্রকার বৃত্তি না থাকত, তাহলে বৃত্তি বা বৃত্তিনাশ জনিত সংস্কার না থাকায় জাগরণে তা স্মরণ করতে পারতাম না। আমরা যে নিদ্রা বা সুষুপ্তিকালীন অবস্থাটি স্মরণ করতে পারি তা প্রমাণ করে যে নিদ্রাকালীন অবস্থায় এক প্রকার বৃত্তি ছিল।*

পঞ্চমচিত্তবৃত্তি হল স্মৃতি। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন, 'অনুভূত বিষয় অসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ'।[১৬] কোন বিষয় অনুভূত হলে যে সংস্কার উৎপন্ন হয় সেই সংস্কার উদ্বুদ্ধ হলে যে জ্ঞান হয় তাকে স্মৃতি বলে।

চিত্তভূমি
(Different levels of manas or citta)

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সমন্বয়ে চিত্ত গঠিত। প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও স্থিতিশীলতা এই তিন প্রকার স্বভাব আছে বলে চিত্তকে ত্রিগুণাত্মক বলে মনে করা হয়। তিন গুণের তারতম্য অনুসারে চিত্ত নানারূপ ধারণ করে। চিত্তের বিভিন্ন অবস্থা বা স্তর হল চিত্তভূমি। পতঞ্জলির মতে, চিত্তভূমি পাঁচপ্রকার ঃ (১) ক্ষিপ্ত, (২) মূঢ়, (৩) বিক্ষিপ্ত, (৪) একাগ্র ও (৫) নিরুদ্ধ।

১. বিভিন্ন বিষয়ে ধাবমান চিত্তের যে অস্থির অবস্থা তাই ক্ষিপ্ত অবস্থা। ক্ষিপ্তভূমিতে চিত্ত অস্থির ও চঞ্চল থাকে বলে অতীন্দ্রিয় বিষয়ে চিন্তা করার মত স্থৈর্য চিত্তের থাকে না। ক্ষিপ্ত অবস্থায় রজঃ ও তমোগুণের প্রাধান্য থাকায় চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল থাকে এবং কোন বিষয়েই ক্ষণকালের জন্যও নিবিষ্ট হতে পারে না। সংসারে অধিকাংশ চিত্তের অবস্থাই এরূপ। এই অবস্থা যোগ পদবাচ্য নয়।

২. "নিদ্রারূপবৃত্তিতে তমঃ সমুদ্রে মগ্ন চিত্তের অবস্থাই মূঢ় অবস্থা" (সর্বদর্শনসংগ্রহ)। মূঢ়ভূমিতে চিত্তে তমোগুণের প্রাধান্য থাকে বলে চিত্ত মোহাচ্ছন্ন হয়। এই অবস্থায় চিত্তের ইন্দ্রিয়াসক্তি বেড়ে যায় বলে মূঢ়চিত্ত তত্ত্বচিন্তা করতে অসমর্থ। এই অবস্থা যোগের অবস্থা নয়।

৩. বিক্ষিপ্ত অবস্থায় চিত্তে তমোগুণের প্রাধান্য না থাকায় এবং রজোগুণের আংশিক প্রভাব থাকায়, চিত্ত কিছুক্ষণের জন্য একটি বিষয়ে নিবিষ্ট হয়। "একান্ত চঞ্চল অবস্থা হতে চিত্তকে সংবৃত করে কিছুক্ষণের জন্য ধরে রাখাই হল বিক্ষিপ্ত অবস্থা। ক্ষিপ্ত অবস্থা হতে কিছুটা বিশিষ্ট বা পৃথক অবস্থাই বিক্ষিপ্ত অবস্থা" (সর্বদর্শনসংগ্রহ)। এই অবস্থা

---

১৫. যোগসূত্র, সমাধিপাদ, ১০;

* স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৮।

১৬. ঐ, ১১।

Scanned with CamScanner

যোগের অবস্থা নয়, যেহেতু যোগের জন্য প্রয়োজনীয় স্থায়িভাবে চিত্তের স্থিরতা এখানে থাকে না।

৪. চিত্তের একাগ্রভূমিতে রজঃ ও তমোগুণের প্রভাব দূরীভূত হয়ে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য থাকে বলে চিত্ত একটি বাহ্যবস্তুতে বা আন্তর বস্তুতে স্থায়ীভাবে নিবিষ্ট হয়। চিত্তের তখন একটিই অগ্র বা অবলম্বন থাকে। নিরবচ্ছিন্নভাবে একটি প্রত্যয়ে চিত্তের স্থিতিই একাগ্র অবস্থা। একাগ্র ভূমিতে ধ্যেয়বিষয়ক বৃত্তি ছাড়া অন্য সব বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। "একাগ্রভূমিতে বাহ্যবস্তুবিষয়ক প্রমাণাদিবৃত্তির যে নিরোধ হয়, তাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। এই অবস্থায় আত্মবিষয়ক প্রমাণবৃত্তি থাকে এবং ধ্যেয়বস্তু প্রকৃতি হতে ভিন্নরূপে সম্যকভাবে জ্ঞাত হয়।"[১৭]

৫. যখন সমস্ত চিত্তবৃত্তিই নিরুদ্ধ করে চিত্তকে সম্পূর্ণ স্থির রাখা হয় তখন চিত্তের যে অবস্থা হয় তাকে নিরুদ্ধভূমি বলে। চিত্তের যে অবস্থায় সকলবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়ে কেবলমাত্র সংস্কার অবশিষ্ট থাকে, তাই নিরুদ্ধ অবস্থা। এই অবস্থায় চিত্তে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য ঘটে এবং কোন প্রকার বিষয়বৃত্তি থাকে না। চিত্ত সম্পূর্ণরূপে শান্ত ও স্থির হওয়ায় চিত্ত সম্পূর্ণরূপে বৃত্তিহীন হয়। চিত্তের নিরুদ্ধভূমিতে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। এই সমাধিতে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় ভেদ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

আত্মা বা পুরুষ যখন একান্তভাবে স্বরূপে অবস্থিত হয়, বা যে অবস্থায় ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয়ের সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটে, সেই অবস্থাই যোগের অবস্থা। ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্তভূমিতে ঐভাবে একান্তরূপে আত্মার স্বরূপে অবস্থান হয় না বা ক্লেশাদির বিনাশও হয় না। তাই ঐগুলিকে চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগের অবস্থা বলা যায় না। কেবলমাত্র একাগ্র ও নিরুদ্ধভূমিতে আত্মা বা পুরুষের নিজস্বরূপে অবস্থান সম্ভব হয়। তাই ঐ দুটি ভূমিকে যোগের অবস্থা বলা যায়[১৮] ('তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেহবস্থানম্')।[১৯]

সমাধি ও তার প্রকারভেদ

মহর্ষি পতঞ্জলির মতে, চিত্তবৃত্তির নিরোধ বা লয়ই যোগ বা সমাধি। যোগ বা সমাধি দুই প্রকার ঃ সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তিগুলি নিরুদ্ধ হলে প্রথমে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। এই অবস্থায় চিত্ত একটি বিষয়ে নিবিষ্ট হয় এবং বিষয়টি সম্যকরূপে প্রজ্ঞাত হয়। এই অবস্থাকে সমাপত্তি বা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা হয়, যেহেতু তখন আলম্বন বা ধ্যেয়বিষয়ের সম্পূর্ণ সাক্ষাৎকার হয় এবং তদ্বিষয়ক প্রজ্ঞা লাভ হয়। এই অবস্থায় চিত্তবৃত্তি অবলুপ্ত হয় না, বিষয়বীজ থেকে যায়। তাই একে সবীজ সমাধি বলা হয়। পতঞ্জলি ও ব্যাসদেব সম্প্রজ্ঞাত সমাধিকে চারভাগে ভাগ করেছেন ঃ সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ ও সাস্মিত। এই চার প্রকার সমাধিতেই ধ্যেয়বিষয়ক একটি

---

১৭. সর্বদর্শনসংগ্রহ, অনু., সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৬।

১৮. পূর্ববৎ।

১৯. যোগসূত্র, সমাধিপাদ ৩।

Scanned with CamScanner